প্রথম আলো

তারিখ 17 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৭ কলাম 2

হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে বেতন-ভাতা উত্তোলন

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি ●

উচ্চ আদালতের নির্দেশ অমান্য করে পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার কাছিপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা বেতন-ভাতা তোলা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার উপজেলার রূপালী ব্যাংক কালিগুরী বন্দর শাখা থেকে এ টাকা তুলে নেওয়া হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ওই শাখার ব্যবস্থাপক আবুল বাশার বলেন, 'সরকারদলীয় চিফ হুইপ ও স্থানীয় সাংসদ আ স ম ফিরোজ মুঠোফোনে আমাকে ধমক দিয়ে বেতন-ভাতা ছেড়ে দিতে বলেন। এ ছাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নেছার উদ্দিন জামালও আমাকে চাপ দেন। বাধ্য হয়ে শিক্ষকদের বেতন-ভাতার কাগজে স্বাক্ষর করেছি। আমার কিছুই করার ছিল না।'

এ বিষয়ে চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজের মুঠোফোনে কল করা হলে তিনি তা ধরেননি। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নেছার উদ্দিন জামাল।

বিদ্যালয়, স্থানীয় লোকজন ও ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সভাপতি বাদে অন্যান্য পদে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন হয়। পরে ১ অক্টোবর সভাপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আবদুর রশিদ পুনর্নির্বাচিত হন। আবদুর রশিদ জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক। এরপর দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও রেজল্যুশন খাতা ছিড়ে ফেলে। নতুন করে কোনো ব্যবস্থাপনা কমিটি ঘোষণা কিংবা অনুমোদন না দেওয়ার বিষয়ে আবদুর রশিদ ১৪ অক্টোবর পটুয়াখালীর বাউফল সহকারী জজ আদালতে মামলা করেন। আদালত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এরপর ওই আদেশের বিরুদ্ধে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক জেলা জজ আদালতে মিস আপিল করলে আদালত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আদেশ দেন। কিন্তু আবদুর রশিদ ১ মার্চ হাইকোর্ট বিভাগে মামলা করেন। হাইকোর্ট সহকারী জজ আদালতের আদেশ বহাল রেখে ১৮০ দিনের মধ্যে মিস আপিল নিষ্পত্তি করার জন্য জেলা জজকে নির্দেশ দেন।

কিন্তু এর মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ কে এম হাবিবুর রহমানকে বাদ দিয়ে সহকারী শিক্ষক ইউনুচ আকনকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক করে গত ২ ফেব্রুয়ারি বরিশাল শিক্ষা বোর্ড ব্যবস্থাপনা কমিটি (অ্যাডহক) অনুমোদ করে। এ কমিটির সভাপতি করা হয় সামসুল আলমকে।

প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান বলেন, 'প্রধান শিক্ষক থাকা অবস্থায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরে অ্যাডহক কমিটি হতে পারে না। সম্পূর্ণ অবৈধভাবে বেতন-ভাতা পাস করানো হয়েছে।' ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইউনুচ আকন বলেন, 'এ বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না।' বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক আবুল বশার তালুকদার বলেন, কাগজপত্র না দেখে কিছু বলা যাবে না।